এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জানুয়ারি ২০১১

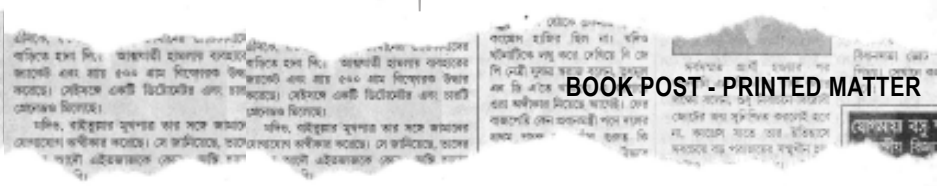

BOOK POST - PRINTED MATTER

দুধের ফেনা

১৬/২৬৩

বিজ্ঞানীরা এক ধরনের ফোম বানিয়েছেন। এই ফোম চলতি ফোমের চেয়ে ভালো। কাজ হয়ে গেলে এই ফোম সহজে মাটিতে মেশে। এমনিতে ফোমের অনেক কাজ, যেমন ফোম প্যাকেজিং-এ লাগে,বিদ্যুৎ সংযোগে, আগুন নেভাতে লাগে ইত্যাদি।

চলতি ফোম বানানো হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। আর এই ফোম গরুর দুধের প্রোটিন থেকে। এই ফোমের সঙ্গে মেশে মাটি ও এক উৎসেচক। এই উৎসেচক ও মাটি মেশানোর ফলে দুধ-প্রোটিন জলে ধুয়ে যায় না। এই ফোম ব্যবহারের পর ফোমের ৩০ভাগ মাটিতে মেশে ৩০ দিনে। পেট্রোলিয়াম জাত-র ক্ষেত্রে মাটিতে মিশতে লাগে বছরের পর বছর। এসব খবর বেরিয়েছে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির বায়োম্যাক্রোমলিকিউল পত্রের অক্টোবরে। তবে আমরা জেনেছি ডাউন টু আর্থ ডিসেম্বর ১৬-৩১ ২০১০-এর সুবাদে।

প্রজাপতি প্রজাপতি আমার ইচ্ছা হয়ে...

১৬/২৬৪

প্রজাপতি -শুঁয়োপোকার বিপদ দেখলে তা জানানোর জায়গা হয়েছে। আসলে একটা ওয়েবসাইট হয়েছে। এই ওয়েবসাইটেই থাকছে যত মুস্কিল আসান। এই সাইটে প্রজাপতি—মথ নিয়ে নানা লেখা থাকছে, ছবি থাকছে, ভিডিও থাকছে, বাগান কীভাবে প্রজাপতি দিয়ে ভরিয়ে দেবেন সেকথা থাকছে, এমনকি বিয়ে বা উৎসব-অনুষ্ঠান সাজাতে প্রজাপতি কেনা যেতে পারে, এমন কথাও থাকছে। সঙ্গে প্রজাপতি জড়িয়ে থাকা আমাদের আদি-সংস্কৃতির বৃত্তান্তও থাকছে। এইসব জোগাড়যন্ত্রের অনেকটা কাজই করছেন আমেরিকার রিক মিকুলা। মিকুলা এক প্রজাপতিবিদ। এত কিছু বললাম কিন্তু সাইটের নামটাইতো বলিনি, সাইটটা হল, butterflywebsite.com.। ১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১০ ডাউন টু আর্থ থেকে এইসব খবর আমরা জানতে পারলাম।

উঃ !

১৬/২৬৫

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদগুলো জলবায়ু বদলের ফলে গরম হয়ে উঠছে। এমন কথা বেরিয়েছে জিয়োফিজিক্যাল রিসার্চ লেটার্স-এর নভেম্বর ২৪ ২০১০ সংখ্যায়। এই গরম নাকি বাড়ছে গত ২৫ বছর ধরে। ১৯৮৫ থেকে ১৬৭টি হ্রদের তাপমাত্রার হেরফেরের উপগ্রহ তথ্য নিয়ে কাজ করছেন গবেষকরা। তাঁরা দেখেছেন গড়ে এক দশকে এই গরম হওয়ার হার ০.৪৫° সেলসিয়াস। কোনো কোনো হ্রদের ক্ষেত্রে যা ১° সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। সবচেয়ে বেশি গরম হচ্ছে উত্তর ইউরোপের হ্রদগুলো। উত্তর গোলার্ধের মাঝ থেকে উঁচু অক্ষাংশেই এই বৃদ্ধির প্রকোপ সব থেকে বেশি। এইসব খবর দিল ডাউন টু আর্থ ১৬-৩১ ডিসেম্বর ২০১০ পত্র।

If undelivered please return the newsletter to our project office
DRCSC, 58A, Dharmatala Road, Bosepukur, Kasba, Kolkata - 42. Ph: 2442 7311, 2441 1646, E-mail: drcsc@vsnl.com, Website: www.drcsc.org

ও বাতিওয়ালা ! ১৬/২৬৬

এক নতুন বাতি এসেছে। এই বাতির নাম 'লেড' বাতি। 'লেড' মানে লাইট এমিটিং ডায়োড। এই বাতি জ্বালালে শক্তি খরচ ৩০-৫০ শতাংশ কমে। এর প্রভাও সিএফএল-এর মতো নরম। আর পারদ-মুক্ত হওয়ায়, এই আলো বাতিল হলে পরিবেশ দূষণের ভয় থাকে না।

কলকাতা পুরসভা শহরে এই আলো আনছে। আপাতত লাগানো হচ্ছে ২৭৩টি। এই কাজের তদারকিতে আছে ক্লাইমেট গ্রুপ নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই খবরটা আছে নেট এ —ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল-এ।

আবহাওয়ার বিজ্ঞপ্তি ১৬/২৬৭

২০১১ তেও জলবায়ু সংকটের গতিপ্রকৃতি মাপা হল। বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে ১৯৯০-২০০৯ অব্দি সারা পৃথিবীর সমস্ত তথ্যের। দেখা গেছে, উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বিকাশমান দেশগুলোয় ক্ষতি বেশি হয়েছে, আবার সৌদি আরবের মতো কিছু দেশে বিপদের ঘটনা বিরল এমন তথ্যও আছে। এমন সব খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

বেণুবনে ? ১৬/২৬৮

কয়লা-পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের ওপর ভরতুকি কমাতে সব দেশকে আর্জি জানাল আই ই এ। আই ই এ মানে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি। বিকাশমান দেশগুলোয় এই ভরতুকি এখন অব্দি সব থেকে বেশি। গত বছর যা ছিল ৩১, ২০০ কোটি। ভরতুকি না কমালে খনিজ জ্বালানি ব্যবহার কমবে না। খনিজ জ্বালানি ব্যবহার না কমলে জলবায়ু বদল রোখার কাজ এগোবে না। আই ই এ তাই ভরতুকি নিয়ে বেশ চিন্তায়। ডিসেম্বর ২০১০-এর টেরা গ্রিন-এ খবরটা আছে।

জাহাজ-আঘাটা ১৬/২৬৯

দেশের বারোটি বন্দর জুড়ে পড়ে আছে ৬০০ টন বিপজ্জনক বর্জ্য। এই বর্জ্যের ভেতর বাতিল ব্যাটারি, কামানের গোলার খোল, ধাতুর ছাঁট, বাতিল তেল ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। এই নিয়ে তৈরি আইনে গলদও বেশ। ফলে বর্জ্য আমদানি চলছে নিশ্চিন্তে। ঠিকঠাক সরকারি নিয়মনীতি না পেয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষও নিজের নিজের মতো করে সমস্যার সুরাহা করছে।

গ্রিন পিসের অভিযোগ, ভারতে এই নিয়ে কার্যকরী আইনটি জুতসই নয়, ত্রুটি আছে বর্জ্য বাছাইয়ের নিরিখেও। খবর দিচ্ছে গ্রিন ফাইল অক্টোবর ২০১০।

ছু মন্তর ! ১৬/২৭০

গিনেস বুকে এবার 'লে'-এর নাম উঠে এল। এই নাম ওঠার একটা কারণ আছে। কারণটা হল 'লে'-এর একটা গ্রামে প্রায় ন হাজার স্বেচ্ছাসেবী এক ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার গাছ লাগিয়েছে। এই কাজের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল 'লিভ টু লাভ' নামের একটি সংগঠন। 'লে'-এর পরিবেশকে বিপদ থেকে বাঁচাতেই এই গাছ লাগানোর কাজ, এরকম বলেছেন ওই সংগঠনের প্রধান ড্রুকচেন রিনপোচে। ২০১০-এর আগস্ট মাসে মারণ-বৃষ্টি-বন্যা-ভূমিধসে 'লে'-এর একটা বড় অংশের জনপদ ও বহু মানুষ লোপাট হয়েছিল। সেই স্মৃতিকে মুছে ফেলতেই আসলে এই উদ্যোগ -আয়োজন। টেরা গ্রিন নভেম্বর ২০১০ এই খবর দিল।

ফাতনা নড়েছে ! ১৬/২৭১

রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সভা ফাও মাছচাষকে পরিবেশ-অনুকূল ও শ্রমিক-উপযোগী করতে পদক্ষেপ নিয়েছে। এইজন্য এক নির্দেশিকা বানানো হচ্ছে। এই নির্দেশিকার আওতায় থাকবে প্রাণী-স্বাস্থ্য-খাদ্য-নিরাপত্তা-পরিবেশ ও অ্যাকোয়া কালচারের সঙ্গে যুক্ত কর্মী আর্থ-সামাজিক বিষয়সমূহ। আগামী বছর এই নির্দেশিকা অনুমোদন পাবে। দেশগুলো এই নির্দেশিকা মানলে, ক্রেতা সহজেই মাছচাষে উপকূলের বাদাবনের ক্ষতি হচ্ছে কিনা, মাছ সংক্রমণ-মুক্ত কিনা কিংবা মাছ-শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে কিনা ইত্যাদি তথ্য জানতে পারবেন। নভেম্বর ২০১০-এর টেরা গ্রিন এসব জানালো।

মহা রাষ্ট্র ! ১৬/২৭২

মহরাষ্ট্রের জালনাতে কিষান স্বরাজ যাত্রার কৃষকরা জিন শস্যের বীজ পোড়ালো। কিষান স্বরাজ যাত্রা আসলে কৃষিকে বাঁচানোর এক দেশব্যাপী পদযাত্রা, শেষ হয়েছে গত ডিসেম্বরে। জালনার এই বীজ পোড়ানো জিন-কারিগরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এমনই বলেছেন কৃষি বিরাসত মিশন। এই মিশন এই যাত্রার আয়োজকদের একজন। সংঠনের তরফে কৃষকের দেশি বীজ তৈরির

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

পক্ষে ও সরকার-বীজ বহুজাতিক আঁতাতের বিপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছে। খবর দিচ্ছে গ্রিন ফাইল অক্টোবর ২০১০।

হত্যালীলা ১৬/২৭৩

পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলপাহাড়িতে বিশাল সব শালগাছ নিকেশ হচ্ছে। তথ্য বলছে, শিলদা ও পরিহাটিতে শালজঙ্গল খালাস হয়েছে কুড়ি হেক্টরের বেশি। লুট হয়ে যাচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ খনিও। অক্টোবর ২০১০-এর গ্রিনফাইলে এই খবর আছে।

ঘাবড়াও মত্!! ১৬/২৭৪

জলবায়ু বদল ও কৃষিতে তার প্রভাব নিয়ে গবেষণায় ভারত সরকার বরাদ্দ করেছে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা। গবেষণার লক্ষ্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সাশ্রয় কারিগরি তৈরি। এই উদ্যোগে একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে তাপ ও খরা সহনশীল ১৫-২০টি প্রজাতি বাছাই করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া খামার প্রাণীদের ওপর তাপের প্রভাব কমানোর উপায়ও বার করার চেষ্টা হবে। ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল খবরটা দিচ্ছে।

বিষধর সংবাদ ১৬/২৭৫

ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স্ট পলিউশন প্রবলেম রিপোর্ট ২০১০ বেরিয়েছে। এটা বের করে ব্ল্যাক স্মিথ ইনস্টিটিউট ও সুইৎজারল্যান্ডোর গ্রিন ক্রস। দেখা যাচ্ছে ভারী ধাতু-কীটনাশক ইত্যাদি বিষ-বস্তুর বিপদ-মাত্রা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত -সীমাকে ছাড়িয়েছে। প্রতিবেদনে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইচ আই ভি কে জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে গণ্য করার কথাও বলা হয়েছে। খবরটা দিচ্ছে ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টার পোর্টাল।

তিন সত্যি ১৬/২৭৬

জাপানের নাগোয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিখর সম্মেলন হয়েছে। এই শিখর সম্মেলনে এক চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিটা ঐতিহাসিক। চুক্তির বিষয় পৃথিবীর অরণ্য-প্রবাল প্রাচীর সহ বিপন্ন বাস্তুতন্ত্র রক্ষণ। সম্মেলনে ১৯৩টি দেশ ছিল। সব দেশই একসঙ্গে জীববৈচিত্র রক্ষার সংকল্প করেছে। সব দেশই কার্যকারী পদক্ষেপ নেবে বলেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে সব দেশকেই ১০ বছর করে সময় দেওয়া হয়েছে। দেশগুলো মোট ভূ ভাগের ১৭ শতাংশ ও জলভাগের ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ও সুস্থিত মাছচাষ নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এসব খবর দিচ্ছে ডিসেম্বর ২০১০-এর টেরা গ্রিন।

দায়! ১৬/২৭৭

শিশুকে পরিবেশ নিয়ে ভাবাতে এক লম্বা কাপড়ে দেশের গুণীজনেরা সবুজ কথা লিখে সই করছেন। এই কাপড়টা লম্বায় ১ কিলোমিটার আর কাপড়টা পাড়ি জমাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু। কাপড়ে সই করেছেন ভূবিদ, চিকিৎসক, অধ্যাপক, বনপাল, হিমবাহ বিশারদ, কর্পোরেট-জন, রাজনীতিক থেকে বচ্চন পরিবার তথা বিশ্ব-তিলোত্তমা সুস্মিতা সেন,চন্দ্রবাবু নাইডু, রামোজি রাও ইত্যাদি সবাই। সব মিলে সইদানকারীর সংখ্যা ১২৬৩। টেরা গ্রিন ডিসেম্বর ২০১০-এ খবরটা আছে।

দুঃসাহসী বিন্দু! ১৬/২৭৮

কলম্বোয় এক শিক্ষায়তনের জৈব প্রযুক্তির এক ছাত্রী জলবায়ু বদল নিয়ে কাজ করতে 'সবুজ সেনা' গড়েছে। ছাত্রীর নাম আসরিফা ফতিমা আলি। আর তার লড়াইয়ের নাম 'পবিত্র যুদ্ধ'। আসরিফা ও তার সহচররা কলম্বোয় বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শক্তি সঞ্চয়ের অনুরোধ করছে। আসরিফা ধর্ম বিশ্বাস ও পরিবেশ সুরক্ষাকে মেলাবার জন্য প্রাণপণ করছে। খবর দিচ্ছে টেরা গ্রিন ডিসেম্বর ২০১০।

প্রয়াণলেখ

'আজকের বাংলা' পত্রিকার সম্পাদক — শিক্ষাব্রতী শ্রী যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা...

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বারোমাস্যা ১৬/২৭৯

পোকার হানা রুখতে টন টন কীটনাশক ছড়ানো হয় বাংলার চাষজমিতে।যেমন হুগলীতে ছড়ানো হয় বছরে ৪৮১ মেট্রিক টন বা মালদায় ৩৬০ মেট্রিক টন। এর ফলে চাষি ও খামার-মজুর রোগের শিকার হচ্ছে। এমন বলছেন চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, ধূমপায়ী না হয়েও অনেক চাষির ধূমপায়ীদের মতো ফুসফুসের নানা রোগ হচ্ছে। তাদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে ফুসফুসে-ক্যান্সার বা লিউকোমিয়ার মতো মারণ-রোগও। খবরটা দিল অক্টোবর ২০১০-এর গ্রিন ফাইল।

জাগা হ্যায় ইনসান ... ১৬/২৮০

বাংলায় জিন-ধানের পরীক্ষা হবে। এই কথা ঠিক হয়েছে জিইএসি-র সভায়। জিইএসি মানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রেজাল কমিটি। জিইএসি-র ১৫ নভেম্বর ২০১০-এর বৈঠকে এটা সিদ্ধান্ত। এই মোতাবেক এবার বাংলায় পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার জায়গা চুঁচুড়া ধান বিজ্ঞান কেন্দ্র। পরীক্ষার দায়িত্ব পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ। সাতটা ট্রান্সজেনিক ধানের পরীক্ষা হবে। এই ধানে ঢোকানো হবে লোহা বাড়ানোর জিন। পরীক্ষা হবে দুই মরশুম জুড়ে। পরীক্ষার জন্য লাগবে ১১ মিটারx ১৪ মিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের জায়গা। এই পরীক্ষা নাকি হবে জিনশস্য চাষের নিয়মবিধি মেনে।

সরকারের সমর্থক 'কৃষক সভা' জিনশস্যকে রাজ্যে সমর্থনের স্বরে কথা বলছে। একই স্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শাসকদল ও কোনো কোনো কৃষিবিদের। অন্য স্বরও শোনা যাচ্ছে। এমনই এক স্বর ছিল ১৪ জানুয়ারির ধান বিজ্ঞান কেন্দ্রের সামনের সমাবেশে। জিনশস্য প্রতিবাদীরা এদিন এখানে সভা করেছিল। এই স্বরকে 'স্বর' না বলে সোচ্চার গণকণ্ঠ বলা ভালো।

নব রাত্রি ? ১৬/২৮১

গুজরাটে ৮০ শতাংশের ওপর ভেজাল-অপরাধী গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরছে। এই অপরাধের মামলা আদালতে উঠছে, হাকিম শুনছেন; কিন্তু ভেজাল নমুনার সরকারি পরীক্ষায় হয়ে যাচ্ছে দেরি। ফলে মামলা বাতিল হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে এইভাবে ১৬৪২ জনের ভেতর ১,৩৫৬ জন অপরাধী ছাড়া পেয়েছে। এই তথ্য গুজরাট সরকারই জানিয়েছে ও রাজ্যের শীর্ষ আদালতকে। খবরটা এল এশিয়ান নিউজ সার্ভিস ৪ জানুয়ারি ২০১১-এর সূত্রে।

প্রকাশিত হয়েছে

বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ। এর মাঝের সময়টা শিশুর বড় হওয়ার জন্য খুব জরুরি। তার মনের লালন, বিকাশ এই সময় সাহচর্য চায়। ঘর থেকে শিশু বাইরে বেরোয়। চারপাশ দেখে, জানে ও বুঝতে চায়। এই বোঝানোর কাজ করতে হয়, প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গেও তাকে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিতে হয়, মিলিয়ে দিতে হয়। এইজন্য কোথাও কোথাও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের শিক্ষক বা যে কোনো অভিভাবক এই সময় শিশুকে কী শেখাবেন, কীভাবে শেখাবেন তা পাতায় পাতায় এই বইতে। হাতে কলমে শেখাতে ছবিই বেশি। এই শিক্ষার পাঠক্রম, শংসাপত্র ইত্যাদির খসড়াও আছে। রয়েছে এক ছড়ার সংগ্রহও।

ডবল ডিমাই (৭"x১০") সাইজে ১৬ পয়েন্টে হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা , পাতা সংখ্যা ৪৮, মূল্য : ৪০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : মার্চ ২০১০

যোগাযোগ | ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮ এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ :** ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু